কুরআনে পাকের গুরুত্ব

05 March 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

কুরআনে পাকের গুরুত্ব

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
মা-ছেলের কুরআন তিলাওয়াতের রুটিন..... 6
উম্মতের উপর কুরআনে করীমের হক..... 10
(১) প্রথম উপকার হলো "مَوْعِظَةٌ"..... 12
(২) দ্বিতীয় উপকার হলো شِفَاءٌ:..... 12
(৩) তৃতীয়ত হলো হেদায়েত:..... 12
হাদিসে মুবারকা ও কুরআনে করীম..... 13
কুরআনুল কারীমের বিধান আর আমরা..... 14
বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর কুরআনে পাকের তিলাওয়াত..... 16
দাওয়াতে ইসলামী ও খেদমতে কুরআন..... 17
নেক আমল নম্বর ৬ এর প্রতি উৎসাহ..... 18
হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি..... 20
শেষ দশদিনের ইতিকাফের তাকিদ..... 22
তহবিল প্রণোদনা..... 22
কুরআনে পাকের ব্যাপারে আদব..... 22
ঘোষণা..... 24
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 24
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 24
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 24

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 25
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 25
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 25
(৬) দরূদে শাফায়াত: 26
(১) এক হাজার দিনের নেকী 26
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 26
কুরআনে পাকের ব্যাপারে অবশিষ্ট আদব 27
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া 28
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 29
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 30
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 32
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 32
মাসিক ৪টি নেক আমল 33
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 33
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 33

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ যে আমার উপর একদিনে এক হাজারবার (১,০০০) দরুদ শরীফ পাঠ করবে সে ততক্ষণ মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না সে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেয়। **(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২/৩২৮, হাদিস: ২৫৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সৌভাগ্য যে, রমযানুল মুবারকের রহমতপূর্ণ মাস আমাদের মাঝে তাশরিফ এনেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই মুবারক মাসে অসংখ্য আশিকানে রাসূল নামায, রোযা, তারাবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে যায়। একইভাবে কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা এই পবিত্র মাসে অধিক পরিমাণে কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। মাহে রমযানের সাথে কুরআনে পাকের এক বিশেষ

সম্পর্ক রয়েছে, এটি ওই সম্মানিত মাস, যেটার রাতে কুরআনে পাক লাওহে মাহফুয থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। **(সিরাতুল জিনান, ১০/৭৭৪)** নিশ্চয় কুরআনে করীম আমাদের জন্য অনেক মহান একটি নেয়ামত।

মা-ছেলের কুরআন তিলাওয়াতের রুটিন

হযরত আলী বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও হযরত হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন দুইজন ভাই। তাঁদের ঘরে প্রতিদিন রাতে কুরআনে পাকের একটি করে খতম আদায় করা হতো। কুরআনে পাকের এক তৃতীয়াংশ হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিলাওয়াত করতেন, এক তৃতীয়াংশ ও শেষ অংশ তাঁর আম্মা তিলাওয়াত করতেন। এইভাবে তাঁদের ঘরে প্রতিদিন একটি করে কুরআন খতম হতো। কিছুদিন পর তাঁদের মা ইন্তেকাল করলেন। এরপর তারা দুইজনে মিলে অর্ধেক করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর খতম দিতেন। অতঃপর হযরত আলী বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও ইন্তেকাল করলেন তখন হযরত হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রত্যেক রাতে একা পুরো কুরআন মাজীদ খতম দিতেন।

হযরত হাসান বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেই রাতে হযরত আলী বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকাল হয়েছিল, তিনি আমাকে বলেছিলেন: ভাই! আমাকে পানি পান করাও। ওই সময় আমি নামাযে ব্যস্ত ছিলাম, সালাম ফিরানোর পর আমি পানি নিলাম এরপর তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম আর বললাম: পানি পান করে নিন। তখন হযরত আলী বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: আমি এখনই পানি পান করে নিয়েছি। আমি অবাক হয়ে বললাম: আপনাকে কে পানি পান করিয়েছে? অথচ ঘরে

তো আমি আর আপনি ছাড়া তৃতীয় আর কেউ নেই! এটা শোনে হযরত আলী বিন সালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতে লাগলেন: আল্লাহ পাকের রহমতে এইমাত্র হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام পানি নিয়ে এসেছেন, তিনি আমাকে পানি পান করিয়েছেন এবং আমাকে এটাও বলেছেন: তুমি আর তোমার ভাই এবং তোমাদের আম্মা ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ পাক দয়া করেছেন অর্থাৎ আম্বিয়া, সিদ্দিকীন, শহীদ ও সালেহীন। তিনি এতটুকু বললেন এরপর তাঁর রুহ বের হয়ে গেল। **(সিফাতুস সফুওয়া, ৩/১০০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিঃসন্দেহে সেটা সৌভাগ্যময় পরিবেশ ছিল যে, কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের মতো মহান নেকী ও ইবাদতে একে অপরের সহযোগী ছিল, মূলত তাঁদের মধ্যে কেউ নেকীর ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকতে চাইতেন না, কিন্তু বর্তমান এরকম পরিবেশ খুবই কমই দেখা যায়, এখন তো দূর্ভাগ্যবশত মানুষকে নেকীর কাজের দিকে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা দেওয়ার পরিবর্তে মনে কষ্ট দেওয়া হয়ে থাকে,আহ! আমরাও নেকীর কাজে একে অপরের সাহায্যকারী হতাম।

হে আশিকানে আউলিয়া! এই ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হলো! বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ কুরআনে করীমের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতেন, এজন্য সর্বদা সেটার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখতেন, সেটা তিলাওয়াত করতেন আর বেশি বেশি খতম দেওয়ার প্রচেষ্টায় লেগে থাকতেন। নিজেদের ঘরসমূহকে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত দ্বারা সজ্জিত রাখতেন।

আহ! আমরা যদি আমাদের ঘরসমূহকে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত দ্বারা সাজিয়ে রাখতাম, আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঘরকে কুরআনে করীমের তিলাওয়াত ও নামায পড়ে আবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেমনটি

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থান বানিও না (অর্থাৎ নিজেদের ঘরসমূহে ইবাদত করো)। শয়তান ওই ঘর থেকে পালিয়ে যায় যেটাতে "সূরা বাকারা" তিলাওয়াত করা হয়।

(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ৩০৪, হাদিস: ১৮২৪)

কিন্তু আফসোস! বর্তমান মুসলমানদের ঘরে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত হয় না বরং গান-বাজনার আওয়াজ আসে, নামায তো পড়েই না তবে সিনেমা-নাটক অবশ্যই দেখে, দরস বা দ্বীনের পাঠদান তো হয়ই না বরং গালমন্দ, ঝগড়া-বিবাদ, আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা অবশ্যই করা হয়ে থাকে। আমাদের উচিত যে, গুনাহ থেকে দৃঢ় তাওবা করা, কুরআনে করীমের তিলাওয়াত বেশি বেশি করা, আল্লাহ পাকের দরবারে ঝুকে পড়া, স্বীয় পালনকর্তাকে রাজি করা, যদি আমরা আমাদের পালনকর্তাকে রাজি না করি, নামায না পড়ি, কুরআনে পাকের তিলাওয়াত না করি তবে দুনিয়া ও আখিরাতও ধ্বংস হতে পারে।

হে আশিকানে রাসূল! অবশ্যই আমাদের জন্য উত্তম এটাই যে, আমরাও যেন কুরআনে পাকের গুরুত্ব অনুধাবন করি, এর মর্যাদা বোঝার চেষ্টা করি এবং এর সাথে আমার সম্পর্ক শক্তিশালী করি। একজন মুসলমানের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পর্ক (Connection) কুরআনে করীমের সাথেই হওয়া দরকার ☆ এটি ওই পবিত্র কিতাব যাতে দুনিয়ার

সমস্ত সমস্যার সমাধান বিদ্যমান রয়েছে। ✯ যা আমাদেরকে নেকীর প্রতি উৎসাহিত করে ✯ আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। ✯ যা তিলাওয়াত করাও ইবাদত। ✯ যা দেখাও ইবাদত। ✯ যার নির্দেশনার উপর আমল করাও ইবাদত। ✯ যাতে আমাদের জন্য দ্বীনি, দুনিয়াবী, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, চারিত্রিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ✯ সত্য ও সঠিক কোনটি? ✯ সঠিক ও সরল কোনটি? ✯ জীবন কিভাবে সুন্দর হতে পারে? ✯ আখিরাত কিভাবে উত্তম হতে পারে? ✯ উত্তম চরিত্র কোনটি? ✯ উত্তম রিযিক কোনগুলো? ✯ হিকমত ও প্রজ্ঞা কী? ✯ উন্নতি কী? ✯ এসব বিষয়াদি আমাদেরকে কুরআন বলে থাকে। মোটকথা! কুরআনে করীমে প্রতিটি বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।

কুরআনে পাক বোঝার জন্য আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অনুবাদের কিতাব কানযুল ঈমানের পাশাপাশি ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ পড়াও জরুরী, তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, তাফসীরে নূরুল ইরফান ও তাফসীরে সিরাতুল জিনান অত্যন্ত সহজ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেক আমল পুস্তিকায়ও কুরআনে পাকের যেকোন তিন আয়াত তাফসীরসহ শোনার/পড়ার উৎসাহ সম্বলিত একটি নেক আমল উল্লেখ রয়েছে। সম্ভব হলে প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর তাফসীর শোনানোর হালকায় কম-বেশি ৩ আয়াত অনুবাদ ও তাফসীরসহ পড়ার ও শোনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমের অনেক আয়াতে মুবারকায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর আমল করার উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেমনটি

পারা: ৮, সূরা আনআম এর আয়াত নম্বর ১৫৫ এ ইরশাদ করেন:

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۵۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এ বরকতময় কিতাব আমি নাযিল করেছি; সুতরাং সেটার অনুসরণ করো এবং সতর্কতা অবলম্বন করো যেন তোমাদের উপর দয়া হয়।

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে "তাফসীরে সিরাতুল জিনান" খন্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৪৭ লিখেন: অর্থাৎ কুরআন শরীফ যা অসংখ্য কল্যাণ ওয়ালা, প্রচুর উপকার প্রদানকারী এবং অনেক বরকতময় এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে হেফাযত থাকবে। কুরআন এজন্য মুবারক কেননা মুবারক ফেরেশতারা তা এনেছে, মুবারক মাস মাহে রমযানে এনেছে, মুবারক সত্তার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, খালিক ও মাখলুকের মাঝখানে ওসীলা, যেই কাজের উপর এটির আয়াতে মুবারকা পড়া হবে তাতে বরকত হয়ে যায় এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো এটির শিক্ষা ও নির্দেশনা অত্যন্ত বরকতময়।

উম্মতের উপর কুরআনে করীমের হক

এই (আয়াত) দ্বারা প্রতীয়মান হলো! উম্মতের উপর কুরআনে করীমের একটি হক হলো তারা যেন এই পবিত্র কিতাবের উপর আমল করে এবং সেটার আহকামের বিপরীত চলা থেকে বেঁচে থাকে। আফসোস! বর্তমান যুগে কুরআনে করীমের উপর আমল (করার) দিক দিয়ে

মুসলমানদের অবস্থা এমন, যা বলার মতো নয়, আজ মুসলমানরা এই কিতাবটি প্রতিদিন তিলাওয়াত করার পরিবর্তে এটাকে জুযদান ও গিলাফ জড়িয়ে ঘর বা দোকান ইত্যাদিতে বরকতের জন্য সাজিয়ে রেখেছে এবং তিলাওয়াতকারীরাও সহীহ ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে না তিলাওয়াত করে আর না এটাকে অনুধাবনের চেষ্টা করে যে, আল্লাহ পাক এই পবিত্র কুরআনে তাদের জন্য কী বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা এই পবিত্র কিতাবটিকে বুকে ধারণ করে রাখবে এবং এটার হুকুম মেনে চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে তাদের বিজয় নিশান উড়বে এবং বিধর্মীরা মুসলমানদের নাম শুনে কম্পন করতে থাকবে আর যখন থেকে মুসলমানেরা কুরআনে পাকের আহকামের উপর আমল করা ছেড়ে দিবে তখন থেকে পৃথিবীর বুকে অপমান ও অপদস্ত হতে থাকবে।

(সিরাতুল জিনান, ৩/২৪৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে পাকের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুমান এই বিষয়ে করুন যে, এই পবিত্র কিতাব আমাদেরকে প্রত্যেক জিনিসের দিকে আহবান করে যেটা আমাদের জন্য উপকারী, এবং এটি আমাদেরকে প্রতিটি ওই জিনিস থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়, যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। এই কারণেই একে রহমত, নসীহত, শিফা ও হেদায়েত বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে, যেমনটি

পারা: ১১, সূরা ইউনুস আয়াত নম্বর ৫৭ এ ইরশাদ করেন:

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে মানবকুল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং

فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

অন্তরসমূহের বিশুদ্ধতা, হেদায়েত এবং রহমত ঈমানদারদের জন্য।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতের কারীমার ব্যাখ্যায় রয়েছে: এই আয়াতে কুরআনে করীমের তিনটি মহান উপকারের কর্থা বর্ণনা করা হয়েছে:

(১) প্রথম উপকার হলো "مَوْعِظَةٌ"

"مَوْعِظَةٌ" এর অর্থ হলো ওই জিনিস যা মানুষকে পছন্দনীয় জিনিসের দিকে আহবান করে এবং ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

(২) দ্বিতীয় উপকার হলো شِفَاءٌ:

شِفَاءٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, কুরআনে পাক কলবী (অর্থাৎ হৃদয়ের) ব্যাধিসমূহ (Diseases) দূরীভূত করে।

(৩) তৃতীয়ত হলো হেদায়েত:

কুরআনে করীমের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে হেদায়েত, কেননা সেটা পথভ্রষ্টতা থেকে হেফাযত করে এবং সঠিক রাস্তা দেখিয়ে থাকে এবং কুরআনে পাককে ঈমান ওয়ালাদের জন্য রহমত এজন্য বলা হয়েছে কারণ তারাই সেটা থেকে উপকার হাসিল করে থাকে। **(সিরাতুল জিনান, পৃ; ৪/৩৩৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে করীমা ও সেটার তাফসীর দ্বারা বোধগম্য হলো! কুরআনে করীম পছন্দনীয় জিনিসের দিকে আহবান করে।

দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতিকারক জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রাখে। ভালো আমলকে করার উপদেশ দেয়। মন্দ কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। ভালো আমলের উপকারের কথা বলে। মন্দ আমলের পরিণামের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। মন্দ স্বভাব থেকে দূরে রাখে। ভুল মতাদর্শ থেকে হেফাযত করে। মূর্খতা থেকে পবিত্র করে। হৃদয়ের রোগ-ব্যাধি দূরীভূত করে। মোটকথা! কুরআনে করীম পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সঠিক পথ দেখায়। আল্লাহ আমরা যেন কুরআনে পাকের তিলাওয়াতকারী এবং কুরআনী নির্দেশনার উপর আমলকারী হয়ে যাই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদিসে মুবারকা ও কুরআনে করীম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন পবিত্র হাদিসে মুবারকার আলোকে কুরআনুল করীমের গুরুত্ব ও ফযিলত শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, যেমন;

(১) ইরশাদ করেন: اَصْدَقُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الله অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম কথা হলো কিতাবুল্লাহ তথা আল কুরআন। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪/২০০, হাদিস: ৪৭৮৪)**

(২) ইরশাদ করেন: خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ الله অর্থাৎ সর্বোত্তম কালাম হলো কিতাবুল্লাহ। **(মুসলিম, কিতাবুল জুমআ, পৃ:৩৩৫, হাদিস: ২০০৭)**

(৩) ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের কিতাব আল্লাহ পাকের রশি, যে এটার অনুসরণ করেছে সে হেদায়েতের উপর রইল, যে এটাকে ছেড়ে দিয়েছে সে পথভ্রষ্টতার উপর রইল। **(মুসলিম, পৃ: ১০০০৮, হাদিস: ৪২২৮)**

হে আশিকানে রাসূল! নিশ্চয় কুরআনে করীমের সাথে যেই বান্দা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ পাক তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, এর তিলাওয়াতকারীর দুনিয়া ও আখিরাতে খুব বেশি বরকত মিলবে, এর তিলাওয়াত শ্রবণকারীও খুব বেশি বেশি সাওয়াব প্রতিদান মিলে থাকে, পক্ষান্তরে যে কুরআনে পাক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তা থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ায়, এর হুকুম-আহকামের পরওয়া করে না, এর প্রতি মন লাগায় না, নিজের বক্ষকে এর নূর দ্বারা আলোকিত করে না তবে এমন দূর্ভাগার জন্য বঞ্চিতই বঞ্চিত, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হলো: যার বক্ষে কুরআন নেই সে বিরান মহলের মতো। **(জামেউত তিরমিযী, কিতাবুল ফাযায়িলুল কুরআন, হাদিস: ৪/৪১৯, হাদিস: ২৯২২)** আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের কালামকে ভালোবাসা, তা তিলাওয়াত করা এবং এর আহকামের উপর আমল করা। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনুল কারীমের বিধান আর আমরা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কুরআনে করীমের গুরুত্ব সম্পর্কে শুনছিলাম। অবশ্যই কোন মুসলমান কুরআনের ব্যাপারে উদাসীন হতে পারে না। শরীয়ত অনুযায়ী জীবন সাজানোর জন্য কদমে কদমে কুরআন শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমান এই মহামান্বিত কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখা যাচ্ছে। কিছু সৌভাগ্যবান মাহে রমযানে এর যিয়ারত ও তিলাওয়াতের বরকত অর্জন করে কিন্তু কিছু তো এই পবিত্র মাসেও আল্লাহ পাকের এই মহান নেয়ামত থেকে স্বয়ং নিজেকে

বঞ্চিত রাখে। এর মূল কারণ হলো কিছু সংখ্যক লোক কুরআনে করীম সঠিকভাবে পড়তেও পারে না আর তা শেখার প্রতি ভ্রক্ষেপই করে না।

একটু ভাবুন! ঘরে গাড়ি আছে আর যদি গাড়ি আপনি চালাতে না পারেন তবে এর জন্য অবশ্যই ড্রাইভিং কোর্স করতে হয়। মোটা অংকের ফি আদায় করতে হয় আর খুব দ্রুত ড্রাইভিং শেখার চেষ্টা করা হয়। একইভাবে প্রথম প্রথম মানুষ মোবাইলও চালাতে জানতো না, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে করে সেটাও শিখে নিয়েছে আর এই বিষয়ে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধও হয় না। ব্যবসা করতে চান তো এর আগে ব্যবসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা হয় যে, ব্যবসায় যেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয়, এজন্য আগে থেকেই সেই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া হয়, লাভ আর ক্ষতির দিকগুলো সামনে রেখে কাজ করা হয়।

এইভাবে ইংলিশ কথোপকথনের উদাহরণ ধরুন, আমাদের সমাজে কেউ মায়ের পেট থেকে ইংরেজি শিখে পৃথিবীতে আসে না, যার যার মাতৃভাষা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তবে যখন ইংলিশ শিখে নেয় তখন গর গর করে ইংলিশ বলতে পারে বরং এখন তো সন্তানদেরকেও এমনভাবে ইংলিশ শিখানো হয় যে, তারাও ইংরেজদেরকে ইংরেজী শিখাতে পারবে, কিন্তু কুরআনে করীম এতটুকু সহীহভাবে পড়তে পারে না যে, অন্তত নামাযটা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে।

আফসোস! অনেক কিছু শিখেছেন কিন্তু যদি আপনি কুরআন না শিখে থাকেন তবে মূলত আপনি যেন কিছুই শিখেননি ✯ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেননি ✯ শরীয়তের মাসআলা শিখেননি ✯ নবী করীম, রউফুর

রহিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা শিখেননি ✯ আল্লাহ পাককে রাজি করা শিখেননি ✯ মাতা-পিতাকে সম্মান করা শিখেননি ✯ বড়দেরকে আদব করা ছোটদেরকে স্নেহ করা শিখেননি। ✯ ফরয উলুম শিখেননি। অথচ এসব বিষয়াদি একজন মুসলমানের জন্য জানা অনেক জরুরী। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর কুরআনে করীমের প্রতি ভালোবাসার কিছু ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি, যেমনটি

বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর কুরআনে পাকের তিলাওয়াত

(১) বর্ণিত আছে: যখন রমযানুল মুবারকের মাস শুরু হয় তখন হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অন্যান্য সমস্ত নফল ইবাদত বাদ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। **(দ্বীন ও দুনিয়া কে আনুখী বাতে, পৃ:৬১)**

(২) হযরত মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে পরিচিত, তাঁর ব্যাপারে এসেছে যে, অনেক ব্যস্ততার পরও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল, রমযানুল মুবারকে প্রতিদিন একটি করে খতম দিতেন এবং তারাবীর পর নফলের মধ্যে প্রতি তিনরাতে একবার কুরআন খতম দিতেন।

(ইরশাদুস সারী, ১/৪৪)

(৩) হযরত ইমাম কাত্তানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে: তিনি আল্লাহ পাকের এমন ওলী ছিলেন যে, তিনি তাওয়াফের মধ্যে ১২ হাজার বার কুরআন খতম দিয়েছেন। **(সিয়ারে এলামুন নুবালা, ১৪/৫৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হলো! আল্লাহ পাকের নেককার বান্দারা কী পরিমাণ ভক্তি ও ভালোবাসা নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, আমাদেরও উচিত বেশি বেশি কুরআনুল করীমের তিলাওয়াত করা। কিছু সংখ্যক লোক তো কুরআন তিলাওয়াত থেকে এজন্য বঞ্চিত থাকে যে, তারা তা পড়তে পারে না। ছোটবেলায় কোনদিন কুরআন তিলাওয়াত শিখেছিল এখন ভুলে গিয়েছে অথবা শিখেছে তো ঠিক কিন্তু সহীহভাবে পড়তে পারে না ইত্যাদি। এর সমাধানের জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় আপনার পার্শবর্তী মসজিদে হওয়া প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান। اِنْ شَآءَ الله আপনিও সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা শিখতে পারবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে বিভিন্ন স্থানে (যেমন; মসজিদ, অফিস, মার্কেট দোকান ইত্যাদি) এবং বিভিন্ন সময়ে মাদানী কায়েদা কোর্স, নাজেরা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি নামাযের মৌলিক মাসায়িল বলা হয়ে থাকে, সুন্নাত ও আদব শিখানো হয়।

দাওয়াতে ইসলামী ও খেদমতে কুরআন

বর্তমান সময়ের এই কঠিন পরিস্থিতিতে কুরআনে পাকের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক শক্তিশালী করার এবং ফয়যানে কুরআনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য اَلْحَمْدُلِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। দাওয়াতে ইসলামী কত পদ্ধতিতে কুরআন পাকের খেদমত করছে আসুন! তার কিছু ঝলক লক্ষ্য করি:

☆ দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে বিভিন্ন দেশে ইসলামী ও ইসলামী বোনদেরকে তাজভীদ ও মাখারিজ সহকারে সঠিক পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত শিখানোর জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা ও প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা, ছোট বাচ্চাদেরকে হিফয ও নাজেরা শিক্ষা প্রদান করার জন্য মাদরাসাতুল মদীনা বালক আর মাদরাসাতুল মদীনা বালিকা শাখা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যেসব স্থানে কুরআনে করীমের পাঠদানকারী খুব সহজে পাওয়া যায় না, সেইসব স্থানে মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন সিস্টেমও চালু রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৬ এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা কুরআনে পাকের সাথে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে শুনছিলাম। আমাদেরও কুরআন তিলাওয়াত করার অভ্যাস করা প্রয়োজন এবং এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়াও উচিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেক আমল পুস্তিকায় কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর সহকারে পড়ার তাকিদ সম্বলিত একটি নেক আমলও বিদ্যমান রয়েছে, যেমন

নেক আমল নম্বর ৬: আপনি কি আজকে কানযুল ঈমান আর খাযায়িনুল ইরফান অথবা নূরুল ইরফান থেকে কমপক্ষে তিন আয়াত অনুবাদ ও তাফসীরসহ পড়েছেন বা শুনেছেন? অথবা তাফসীরে সিরাতুল জিনান থেকে কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠা পড়েছেন বা শুনে নিয়েছেন?

আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজকাল লোক অযথা কথাবার্তার মধ্যে সময় নষ্ট করে, আজ এক ধরনের লোকেরা এমনও রয়েছে যাদের ছোট কাহিনী ও গল্পের বই পড়ে অনেক মজা লাগে।

কিছুলোক সংবাদ পত্রের কাগজ পুরোটাই পড়ে শেষ করে দেয়। ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখার মধ্যে কাটিয়ে দেয়। সিনেমা দেখার মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে। শপিংয়ের নাম দিয়ে বাজার-মার্কেটে অনেক ঘন্টা সময় নষ্ট করে। ভিডিও গেইমস (Video Games) খেলে নিজের মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করে। অনেক অপদার্থ মাহে রমযানে "সময় কাটানোর" নামে রাতভর অলি-গলিতে ক্রিকেট খেলে অন্যেদেরও শান্তি নষ্ট করে, অসুস্থ রোগী, বৃদ্ধ এবং ছোট শিশুদের কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু অনেক মাস ধরে কুরআনে পাকের একটি পৃষ্ঠা (Page)ও পড়ার তাওফিক মিলে না।

আফসোস! শতকোটি আফসোস! আজ আমাদের বাচ্চারা অনেক খেলোয়াড়ের নাম জানে কিন্তু কুরআনে পাকের ছোট ছোট সূরা মুখস্ত করতে পারে না, আজ আমাদেরকে বাচ্চারা শিল্পী আর গায়কদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এবং ইসলামী মাস সমূহের নাম পর্যন্তও জানে না। অবশ্যই এটা একটি বঞ্চনার বিষয়। মনে রাখবেন! আজ যদি আমরা স্বয়ং নিজেরাই কুরআনে করীম পাঠ করি আর নিজেদের বাচ্চাদেরকেও এর দিকে ধাবিত করি তবে দুনিয়াতেও আমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হবে এবং আখিরাতেও এর উপকার প্রকাশিত হবে। আসুন! কুরআন তিলাওয়াতের উপকারিতা সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ এর কিছু ঈমান উদ্দীপক বাণী শ্রবণ করি, যেমনটি

(১) হযরত আমর বিন মাইমুন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে (ব্যক্তি) ফজরের নামায পড়ে কুরআনে পাক খুলল এবং এর ১০০টি আয়াত তিলাওয়াত করল আল্লাহ পাক তার জন্য সমস্ত দুনিয়াবাসীদের আমলের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন। **(দ্বীন ও দুনিয়া কী আনুখী বাতে, পৃ:৬২)**

(২) হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে তাকে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে ১০০টি নেকী (দান করা হয়) আর বসে তিলাওয়াতকারীকে ৫০টি নেকী দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি নামায ব্যতীত (অন্য সময়ে) অযু সহকারে কুরআন পড়বে তাকে প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে ২৫টি নেকী (দেওয়া হয়) এবং (স্পর্শ করা ব্যতীত) অযু বিহীন অবস্থায় ১০টি নেকী দান করা হয়।

(দ্বীন ও দুনিয়া কী আনুখী বাতে, পৃ:৬২)

(৩) হযরত ইমাম শা'বী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "মুখ" আর হৃদয়কে শুদ্ধ রাখো, সুতরাং তিলাওয়াত এইভাবে করো যে, তোমাদের কান যেন শুনতে পায় এবং হৃদয় সেটাকে বুঝতে পারে। **(দ্বীন ও দুনিয়া কী আনুখী বাতে, পৃ:৬১)**

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ রমযানুল মুবারকের বরকতময় মাস চলমান রয়েছে এবং ১৭ রমযানুল মুবারকে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ওফাত দিবস সুতরাং এর মাধ্যমে বরকত ও রহমত অর্জনের জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করুন, আসুন! প্রথমে একটি ঘটনা শ্রবণ করি,

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদী ছিলেন, তাঁর পবিত্র জন্ম নবুয়তের চতুর্থ বছরে হয়েছে, তাঁর আম্মার নাম "উম্মে রুম্মান", হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সাথে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিবাহ হিজরতের পূর্বে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তবে রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঘরে তিনি মদীনায়ে মুনাওয়ারায় ২ শাওয়াল

এসেছেন। তিনি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহবুবা এবং খুবই আদরের স্ত্রী ছিলেন। **(ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা, পৃ:১৫)**

তিনি সিদ্দিকা, তাইবা, তাহিরা, আবিদা, তাহাজ্জুদগুযার, রোযাদার, দান-সদকাকারীনি এবং উৎসর্গকারীনি ছিলেন। একবার তিনি ৭০ হাজার দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় সদকা করলেন, অথচ তাঁর পোশাক মুবারকের আস্তিনে গিঁট মারা ছিল। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৭৩)**

উম্মতের মধ্যে তায়াম্মুমের সহজতা তাঁরই সদকায় মিলেছে যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেছাল তাঁর পবিত্র বুকে হয়েছে এবং রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রওযায়ে আনওয়ার তাঁর হুজরা মুবারকে হয়েছে, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বেছালের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আলেমা, মুহাদ্দিছা, মুফাসসিরা, মুফতিয়া এবং খুব ভালো সমাধান দানকারীনি ছিলেন। ১৭ রমযানুল মুবারক মঙ্গলবার রাতে ৫৭ বা ৫৮ হিজরী মদীনায়ে মুনাওয়ারায় তিনি জাহিরি বেছাল লাভ করেন, হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর বিস্তারিত জীবনী জানতে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব “ফয়যানে আয়েশা সিদ্দিকা” সংগ্রহ করুন। এই কিতাবটি হাদিয়ার বিনিময়ে ক্রয় করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী ভাইকেও বিশেষ করে নিজের ঘরের মুহরিম বোনদেরকেও এটার পড়ার জন্য উৎসাহিত করুন। এই কিতাবটি দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তে ও ডাউনলোডও করতে পারবেন।

শেষ দশদিনের ইতিকাফের তাকিদ

হে আশিকানে রমযান! মাহে রমযানের শেষ দশদিন অতিশীঘ্রই আমাদের মাঝে সুবাস ছড়াবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় এই বছরও শেষ দশদিন সুন্নাত ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হবে। আপনিও এই সৌভাগ্য অর্জন করুন এবং আপনার এলাকায় দাওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করুন। প্রচুর ইলম শিখার পাশাপাশি উত্তম চরিত্র সৃষ্টি হবে। اِنْ شَآءَ الله

তহবিল প্রণোদনা

হে আশিকানে রাসূল! বিশ্বব্যাপী দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় চলমান প্রতিষ্ঠানসমূহে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে থাকে। আপনাদের কাছে অনুরোধ যে, এই প্রতিষ্ঠানসমূহের খরচাদির জন্য স্বয়ং নিজেও সহযোগিতা করুন এবং অপরের সাথে যোগাযোগ করে তহবিল কালেকশন করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ ও বিভাগসমূহের জন্য খুব বেশি বেশি সহযোগিতা করার এবং অপরের কাছ সংগ্রহ করে তহবিল জমা করানোর তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে পাকের ব্যাপারে আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর

পুস্তিকা “তিলাওয়াতের ফযিলত” থেকে কুরআনে পাকের ব্যাপারে কিছু আদব শ্রবণ বরি:

☆ পবিত্র কুরআনকে জুযদান ও গিলাফের মধ্যে জড়িয়ে রাখাই আদব। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین এর যুগ থেকেই মুসলমানরা এ আমলটি করছেন। **(বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, পৃষ্ঠা:১৩৯)** ☆ পবিত্র কুরআন শরীফের আদবগুলোর মধ্যে এটাও রয়েছে: কুরআন শরীফের দিকে যেন পিঠ না দেওয়া হয়, পা প্রসারিত করা না হয়, পা কুরআন শরীফ থেকে উপরে তুলবেন না, নিজে উঁচু স্থানে কুরআন শরীফ নিচু স্থানে এরকমও রাখবেন না। **(প্রাগুক্ত)** ☆ অভিধান, নাহু ও সরফ বিষয়গুলোর মর্যাদা পরস্পর সমান। এই বিষয়গুলোর যে কোন কিতাব এই তিন বিষয়ের অন্য কিতাবের উপর রাখা যাবে। এই তিন শ্রেণির কিতাবের উপরে ইলমে কালামের কিতাবগুলো রাখতে হবে। এসবের উপরে রাখতে হবে ফিকাহর কিতাব। হাদিস, ওয়াজ-নসিহত, দোআয়ে মাছূরার (অর্থাৎ কুরআন-হাদিস থেকে চয়নকৃত দোয়ার) কিতাবগুলো ফিকাহ্ কিতাবের উপর রাখতে হবে। তাফসীরের কিতাব এসবের উপর রাখতে হবে এবং সবার উপরে পবিত্র কালামুল্লাহ্ কুরআন মজীদকে রাখুন। যে সিন্দুকে কুরআন মাজীদ রয়েছে তার উপর কাপড় ইত্যাদি রাখবেন না। **(ফতোওয়ায়ে আলমগীরি, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৩-৩২৪)** ☆ কোন ব্যক্তি কেবল খাইর-বরকতের উদ্দেশ্যে ঘরে পবিত্র কুরআন এনে রেখেছে, কিন্তু তিলাওয়াত করে না। তবে গুনাহ হবে না। বরং তার এই নিয়তের জন্য সাওয়াব পাবে।

(ফতোওয়ায়ে কাজী খান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা:৩৭৮)

ঘোষণা

কুরআনে করীমের ব্যাপারে অবশিষ্ট আদব তরিবিয়্যতী হালকায় বর্ণনা হবে সুতরাং সেগুলো জানতে অবশ্যই তরবিয়্যতী হালকায় অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ

পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৫ মার্চ ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কুরআনে পাকের ব্যাপারে অবশিষ্ট আদব

✯ অমনোযোগী অবস্থায় পবিত্র কুরআন শরীফ যদি হাত থেকে ছুটে গিয়ে কিংবা তাক ইত্যাদি থেকে নিচে তাশরিফ নিয়ে যায় (অর্থাৎ পড়ে যায়), কোন গুনাহ হবে না, কাফফারাও দিতে হবে না। ✯ বে-আদবীর নিয়তে কেউ যদি مَعَاذَ الله (আল্লাহর পানাহ) পবিত্র কুরআনকে মাটিতে ছুঁড়ে মারে কিংবা ঘৃণা করে সেটিতে পা রাখে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। ✯ কেউ যদি পবিত্র কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে কিংবা তার উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা বা কসমের শব্দ উচ্চারণ করে কোন কথা বলে, তাহলে সেটি অত্যন্ত "মজবুত কসম" হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রতিজ্ঞা বা কসমের শব্দ না বলে কেবল কুরআন করীম হাতে নিয়ে কিংবা সেটিতে হাত রেখে কথা বললে কসমও হবে না, তার কোন কাফফারাও দিতে হবে না। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৫৭৪-৫৭৫)** ✯ যদি মসজিদে অনেক কুরআন শরীফ জমে গেল। সবগুলো ব্যবহারে আসছে না। থাকতে থাকতে সেগুলো জীর্ণ শীর্ন হয়ে গেছে। তবুও সেগুলো বিক্রি করে সেই টাকা মসজিদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্য এমন অবস্থায় এসব কুরআন শরীফ অন্য কোন মসজিদে বা মাদরাসায় রেখে দেওয়ার জন্য বন্টন করা যাবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُکَ مِنۡ فَضۡلِکَ ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার নিকট তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। **(খযিনায়ে রহমত, পৃ:৮৭)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে

বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর

শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسۡمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد